প্রজেক্ট চলাকালীন, উদ্ভুত সমস্যার ৫টি লক্ষণ

যখন কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে, তখন যদি হঠাৎ করে ডেভেলপমেন্ট টিম মেম্বাররা ই-মেইলের উত্তর দেয়া বন্ধ করে দেয়, ডেডলাইন পেছাতে অনুরোধ করে, বাজেট ফেল করে— তাহলে এর মানে কী ? অর্থটা সহজ। প্রজেক্টে কোনো সমস্যা হচ্ছে। আর এই সমস্যা চেনার ৫টি লক্ষণ নিয়েই এবারের বিজনেস টুমরো।

যে-কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার সময় বেশ কিছু সমস্যা হতে পারে। তাদের মধ্যে কতগুলো সমস্যা এমন যে, সেই কারণে পুরো প্রজেক্টের মানই সঙ্কটে পড়ে যায়, কিংবা পুরো প্রজেক্টটাই ভেস্তে যাবার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় সমস্যাগুলোকে গুছিয়ে আনাটা যেমন জরুরি, ঠিক তেমনই জরুরি এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোযোগের সাথে সমস্যাগুলোর সমাধান করা।

তবে মনে রাখা উচিত যে, প্রজেক্ট চলাকালীন সময়ে এমন কিছু সমস্যা আসবে— যার তাৎক্ষণিক সমাধান হয়তো সম্ভব নয়। এবং সব ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলাও সম্ভব নাও হতে পারে। তবে আমরা এখানে পাঁচটি এমন লক্ষণ তুলে ধরছি— যা কোনো প্রজেক্টের সমস্যা বোঝার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যে সমস্যাগুলো ঘটা মাত্রই দ্রুত উচিত সমাধান করে প্রজেক্টকে গতিশীল করা।

১. যোগাযোগ বিপর্যয়!

কোনো প্রজেক্টে কোনো সমস্যা হলেই এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এবং যোগাযোগ বিপর্যয় ঘটলেই বোঝা যায় যে, প্রজেক্টে কোনো সমস্যা হচ্ছে। যেমন— প্রজেক্টের বিভিন্ন সদস্যরা ঠিকমতো ফোনের কিংবা ই-মেইলের উত্তর দিচ্ছে না। এর প্রাথমিক কারণ হতে পারে যে, সেই সদস্য বা সদস্যরা তাদের অংশবিশেষ নিয়ে কোনো সমস্যায় রয়েছে কিংবা কাজটি নিয়ে কোথাও আটকে রয়েছে, এবং তাই তারা প্রশ্ন এড়াতেই যোগাযোগও এড়াতে চাইছে। এক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত সদস্যরা অনেক সময়ই তাদের সমস্যার কথা স্বীকার করতে চান না, কিংবা সমস্যা নিয়ে আদৌ আলোচনা করা পছন্দ করেন না। এক্ষেত্রে তাদের কাজ সম্পর্কে অবশ্যই প্রজেক্ট ম্যানেজারের আলোচনা করা উচিত। কেননা, অনেক সময়ই তারা তাদের সমস্যার কথা কার সাথে আলোচনা করবে— তা বুঝে উঠতে পারে না।

২. বাজেট ফেল!

আমাদের দেশসহ বিশ্বের সব দেশেই এটি একটি বড় সমস্যা। যখনই দেখা যায় যে, প্রজেক্টের বাজেট ফেল করেছে বা করতে যাচ্ছে— তখনই বুঝতে হবে, প্রজেক্ট বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে। এর কারণ হতে পারে দুটি। প্রথমত, কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিদের

কাজের আকার ও পরিমাণ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকার ফলে ভুল কোটেশন করা এবং দ্বিতীয়ত, যারা প্রজেক্টে কাজ করছে তাদের নানা ধরনের গাফিলতি। আর, তাই ফান্ড বাড়ানোর কোন ধরনের আবেদন আসা মাত্রই, তদন্ত করে দেখা উচিত কী সমস্যা হচ্ছে এবং কেন!

৩. সিডিউলে গোলমাল!

ডেডলাইন মিস হওয়া, সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন কিংবা পুনরায় সময়সীমা নির্ধারণের মিটিং হওয়ার মানেই হলো প্রজেক্টে কোন ঘাপলা হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও অবশ্য সমস্যা দু'দিকের হতে পারে। প্রথমত, হতে পারে, কাজটির আকার ও পরিমাণ না বুঝেই ভুল সময় নেয়া হয়েছে এবং সেভাবে সিডিউল করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত হতে পারে, যারা প্রজেক্টে কাজ করছে তারা ততটা উপযুক্ত নয়। এমনটাও হতে পারে, প্রজেক্টের কর্মীরা ম্যানেজারের অজান্তে অন্য কাজ করছে কিংবা ফাঁকি দিচ্ছে। আবার, যারা একা কাজ করেন, তারা অনেক সময়ই কাজ পাবার জন্য কম সময়ের কথা বলে কাজ নেন এবং রাতদিন খেটে কাজ শেষ করেন। সে ধরনের ক্ষেত্রে কাজের সিডিউল অনুযায়ী ঠিকমতো কাজ হলেও মানের ব্যাপারটি বাঁধাগ্রস্ত হয় অনেক সময়।

৪. চেইন অফ কমান্ডে সমস্যা

যদি কোনো প্রজেক্ট চলাকালে প্রজেক্ট ম্যানেজার কিংবা নেতৃস্থানীয় কারো পরিবর্তন হয় তবে প্রজেক্টের অন্যরা যেমন হুট করে তার খবরদারি মেনে নিতে পারে না, তেমনি সেও হঠাৎ করে কোন প্রজেক্টের মাঝে উপস্থিত হয়ে সেই প্রজেক্টের প্রতি ততটা আন্তরিক হতে পারে না। ফলশ্রুতিতে সেই প্রজেক্ট নেতৃত্বহীনভাবে এগিয়ে চলে। একইভাবে যদি টিমের কোন সদস্যও পরিবর্তন হয়, তার প্রভাব পুরো প্রজেক্টের উপরই পড়ে। তেমনিভাবে প্রজেক্টের সদস্যদের আগ্রহের পরিবর্তন ঘটা অর্থাৎ কাজের ধরনের পরিবর্তন এবং বেতন ভাতাদির পরিবর্তনও সমস্যা সৃষ্টির বড় কারণ হতে পারে।

৫. মনোযোগ ক্ষুণ্ন হওয়া!

প্রজেক্টের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মাঝে মাঝেই দুর্দান্ত মিটিং করা উচিত, যেখানে সবার মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হবে। প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য, দায়িত্ব ও সিডিউল ইত্যাদি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা উচিত। তা না হলে প্রজেক্টের কর্মীদের মনে হবে যে আসল দায়িত্ব তার ঘাড়ে নেই— এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সে উদাসীন হয়ে পড়বে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাই হতে পারে— যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। প্রত্যেককে তার হাতের কাজটির ব্যাপারে সচেতন রাখা অবশ্য কর্তব্য। না হলে, অনেকেই মূল কাজ বাদ দিয়ে অন্যান্য খুঁটিনাটি নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর তাদের মনোযোগ সঠিক জায়গায় ধরে রাখতে পারলেই পাওয়া যাবে পূর্ণাঙ্গ প্রজেক্ট।

আর একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে নিশ্চয়ই এই পরিস্থিতির কোনটি কিংবা সবগুলোর সাথে আপনি পরিচিত! তাই না। তবে ঘড়ির মতো ঝামেলাহীনভাবে কাজ যদি আপনি করতে চান, তবে এই পাঁচটি লক্ষণের কোনো একটি পেলেই তলিয়ে দেখুন। আসল কারণটি কী ? কেননা, সমস্যাহীনভাবে এগিয়ে গেলেই প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে সঠিক সময়ে।

▮ মারুফ হোসেন